দৈনিক ইনকিলাব ৪।

MAR. 03 2000

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

প্রতারণা করে এসএসসি পরীক্ষা দিতে গিয়ে শ্রীঘরে

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ মেয়েটির নাম জিয়াসমিন আক্তার (১৬/১৭) নবম শ্রেণীতে কৃতকার্য হয়নি। দশম শ্রেণীর প্রিটেস্ট বা টেস্ট-এ কৃতকার্য হয়নি। অথচ দুই বছরেরও বেশী সময় ধরে পিতা-মাতার চোখ ফাঁকি দিয়ে অবৈধ পন্থায় এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলে গতকাল (বৃহস্পতিবার) পরীক্ষা কেন্দ্রে ভুয়া পরীক্ষার্থী প্রমাণিত হয়। কোতোয়ালি থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। ফাঁস হয়ে গেছে তার দু'বছরের কীর্তিকলাপ ও পিতা-মাতার সাথে প্রতারণার তথ্য।

কোতোয়ালি থানাধীন ৬ নং রজনী বোস

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

প্রতারণা করে পরীক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লেনের আবদুল আজিজের কন্যা জিয়াসমিন আক্তার। সে ১৯৯৮ সালে আনন্দময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসেবে ঢাকা বোর্ডে নাম রেজিস্ট্রেশন করায়। যার নম্বর ৯৭৭৫২৬। হিসাব অনুযায়ী সে চলতি এসএসসি পরীক্ষায় একজন পরীক্ষার্থী। সে '৯৮ সাল থেকে স্কুলে গেছে, শ্রেণী অতিক্রম করেছে। পিতা-মাতার কাছ থেকে স্কুলের বেতনের টাকা নিয়েছে। এমনকি এসএসসি পরীক্ষার ফি পর্যন্ত নিয়েছে। পিতা-মাতা জানে মেয়ে এসএসসি পরীক্ষা দেবে। জিয়াসমিন কাউকে কিছু বুঝতেও দেয়নি। এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলে অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন ও প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হয়। গতকাল (বৃহস্পতিবার) থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু, তাই জিয়াসমিনকে শেষ রক্ষার উপায়ও কাউকে বলে দিতে হয়নি। গত বুধবার পরীক্ষার প্রবেশপত্র আনার নামে সে যায় কোতোয়ালি থানায়। তার সাথে একটি সাধারণ ডায়েরী। তাতে লেখা রেজিস্ট্রেশন ও এডমিট কার্ড হারিয়েছে। থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবিশ্বাস করতে পারেনি জিয়াসমিনকে। থানায় একটি ডায়েরী গ্রহণ করে যার নম্বর ৬০ এবং তারিখ ১-৩-২০০০ ইং।

আনন্দময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র আরমানিটোলা সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে। গতকাল জিয়াসমিন জিডি'র কপি নিয়ে ওই পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হয় সকাল ১০টায়। তাকে নিয়ে যায় তার মা। পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। শিক্ষকরা এডমিট কার্ড হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টিও অবিশ্বাস করতে পারেনি। যথারীতি জিয়াসমিনকে উত্তরপত্র ও প্রশ্ন সরবরাহ করেন। জিয়াসমিনের পরীক্ষার প্রায় এক ঘন্টার মাথায় পরিদর্শকরা প্রমাণ পান যে, সে একজন ভুয়া পরীক্ষার্থী। তাৎক্ষণিকভাবে তার উত্তরপত্র-প্রশ্ন জব্দ করা হয়। পুলিশের হাতে সোপর্দ করার আগে জিয়াসমিন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। বুঝতে পারে তার অপরাধ। কিন্তু তাকে রক্ষার আর কোন উপায়ই খুঁজে পায়নি মা। কোতোয়ালি থানার ডিউটি অফিসার সব ঘটনা স্বীকার করেছেন কিন্তু এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোন মামলা হয়নি।